সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৩ তম বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা ❑ শ্রাবণ-১৪২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

জলাবদ্ধ জমি ব্যবহারে ভাসমান ২ | বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন ৩ | দেশ ও জনগণের উন্নতির জন্য ৪ | হলুদ উৎপাদনে নতুন আবিষ্কার ৫

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষকের ভূমিকা অপরিহার্য : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নতি ও অগ্রগতিতে কৃষি ও কৃষক কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং অপরিহার্য। কৃষি উৎপাদন ভালো হলেই জাতীয় অর্থনীতি সবল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। ৭ জুলাই ২০১৯ রাজধানীর নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এগ্রিবিজনেস উদ্ভাবন: টেকসই উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষক কেবল খাদ্য উৎপাদনই নয়, পুষ্টি সমস্যা সমাধানে, শিল্পায়নে, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের অধিকাংশই আসে কৃষি থেকে। খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে শুরু করে শিল্পের কাঁচামাল পর্যন্ত সবকিছুর জোগান দেয় কৃষি।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতিনির্ভর। প্রকৃতির সাথে লড়াই করে কৃষকেরা আমাদের খাবারের জোগান দেয়। এক সময় বাংলাদেশ ছিল খাদ্য ঘাটতির দেশ, মঙ্গাকবলিত দেশ। এখন আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত

এর পর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করবে সরকার-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

বাংলাদেশের কৃষি মূল অর্থনীতিতে এখনও ভালো অবদান রাখছে। আগামী মৌসুমে কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি সরকার ধান সংগ্রহ করবে। কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হলে টাকা সরাসরি কৃষকের হাতে যাবে। কৃষকদের লাভবান করতে প্রয়োজনে সারের দাম আরও কমানো হবে কৃষি যন্ত্রে প্রণোদনা বৃদ্ধি করা হবে। ৩০ জুলাই ২০১৯ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কৃষক পর্যায়ে ধান-চালের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে সরকার গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান সংগ্রহ/প্রক্রিয়াকরণ, মিলারদের মাধ্যমে ক্রাশিং ও সংরক্ষণ এবং চাল রপ্তানি বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় এসব কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, চাল রপ্তানি করে বিশ্ব বাজারে অবস্থান তৈরি করতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারের টিকে থাকার মানসম্মত চাল আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়। চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ প্রণোদনা দেয়া হবে। কৃষকদের কাছ হতে ধান সংগ্রহ করা ব্যাপারে সবার পরামর্শ ও সহযোগিতা আহ্বান করেন।

তিনি আরো বলেন, কৃষিকে লাভজনক করতে হলে এর উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য শুধু ধান কাটার যন্ত্রই নয়, ধান বপন করা এবং মারাই করা যন্ত্রও কৃষদের দেয়া হবে। ধান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে প্রান্তিক চাষি, মাঝারি চাষি ও বড় চাষি। এ ছাড়া প্রত্যেক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার কাছে আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র থাকবে, সে কৃষকদের বাড়িতে গিয়ে ধানের আর্দ্রতা পরিমাপ করবে।

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, কৃষকদের বাঁচাতে স্থায়ী সমাধানের পথে যাচ্ছেন। সারা দেশে ১৬২টি খাদ্য গুদাম তৈরি করা হবে, যার মোট ধারণক্ষমতা ৭-৮ লাখ মে.টন। কৃষিতে লাগসই প্রযুক্তি নেয়ার আহ্বান জানান।

এর পর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দ্বিতীয় বরেন্দ্র এগ্রো ইকো ইনোভেশন রিসার্চ প্লাটফর্ম কনফারেন্স

তুষার কুমার সাহা, কৃতসা, রাজশাহী

বরেন্দ্র এগ্রো ইকো ইনোভেশন রিসার্চ প্লাটফর্ম কনফারেন্স অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

রাজশাহী বিএমডিএর উদ্যোগে ০৬ জুলাই ১৯ জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিন ব্যাপী ২য় বরেন্দ্র এগ্রো ইকো ইনোভেশন রিসার্চ প্লাটফর্ম কনফারেন্স।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, গোদাগাড়ীর সরমঙ্গলা ড্যাম পরিদর্শন ও সেখানকার কৃষকদের সাথে কথা বলে যা প্রত্যক্ষ করলাম, তাতে মনে হয়, এখন আর ঠাঠা বরেন্দ্র বলা যাবে না, চারিদিক সবুজায়ন, কৃষক মাঠে ধান রোপণে ব্যস্ত। তিনি বলেন, বর্তমানে কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না, এটা যেমন ঠিক, ঠিক তেমনি বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকার কিন্তু বসে নেই। জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী এই দুরবস্থা নিয়ে ভাবছেন। কৃষকেরা যাতে লাভবান হতে পারেন, ধানের নায্যমূল্য পান তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, কৃষি খাতের উন্নতির জন্য ১৯টি নীতিমালা আছে, তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষির আধুনিকায়ন, যান্ত্রিকীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করা। পরিশেষে এ ধরনের কর্মশালার আয়োজনের জন্য তিনি খুবই মুগ্ধ। তিনি সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা কামনা করেন।

রাজশাহী বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সাবেক এমপি ড. মোঃ আকরাম হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-১ আসনের মাননীয় সংসদ ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী এমপি, রাজশাহীর পুঠিয়ার সাংসদ ডাঃ মুনসুর রহমান ও সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য আবিদা আনজুম মিতা, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মণ্ডল, রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মোঃ নূর-উর রহমান, ডিএইর সাবেক মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ হামিদুর রহমান ও রাজশাহীর জেলা প্রশাসক মোঃ হামিদুল হক।

পানির অপচয় ও বরেন্দ্র অঞ্চলকে কৃষি সমৃদ্ধ করা যায়, সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এ কর্মশালায় বিএমডিএ, কৃষি সংশ্লিষ্ট গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, এনজিও, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারী, সাংবাদিক ও কৃষক প্রতিনিধি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জলাবদ্ধ জমি ব্যবহারে ভাসমান কৃষি অনন্য- পরিচালক

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

কর্মশালায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. বাবু লাল নাগ, পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

জলাবদ্ধ জমি ব্যবহারে ভাসমান কৃষি অনন্য। বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। সঙ্গত কারণেই ক্রমবর্ধমান মানুষের পুষ্টি ও খাবারে চাহিদা মেটাতে অধিক খাদ্যের প্রয়োজন। যেহেতু দেশে আবাদযোগ্য জমি কমছে। তাই ভাসমান কৃষির মাধ্যমে অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন সম্ভব। ২৬ জুলাই ২০১৯ বরিশালের রহমতপুরস্থ আরএআরএস সম্মেলন কক্ষে ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের দু'দিনের রিভিউ ওয়ার্কশপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) পরিচালক ড. বাবু লাল নাগ এসব কথা বলেন।

মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক সাইনুর আজম খান। সম্মানিত অতিথি ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার। বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, বারির সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মহিউদ্দিন, ডিএই ঝালকাঠির উপপরিচালক মো. ফজলুল হক, পিরোজপুরের উপপরিচালক আবু হেনা মো. জাফর, পটুয়াখালীর উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত, বরগুনার উপপরিচালক মো. মতিয়ুর রহমান প্রমুখ।

শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখিয়েছে উন্নত

শেষের পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষক বাঁচাতে হলে কৃষির উৎপাদন খরচ কমাতে হবে। বিদেশের বাজারে কৃষি পণ্য প্রবেশ করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। কৃষিকে লাভজনক করার জন্য আধুনিকায়ন তথা যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে ৪ থেকে ৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুন্দর সমাজ ও দেশ উপহার দিতে হলে সরকারের উদ্যোগ বাস্তবায়নের সহযাত্রী হতে হবে সবাইকে। আসুন আমরা এমন কিছু কল্যাণকর কাজ করে যাই যা মানুষ মনে রাখবে যুগ ধরে।

মা এন্টারপ্রাইজের চেয়ারম্যান কৃষিবিদ আব্দুস সাত্তার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে রিয়ার অ্যাডমিরাল (অবসরপ্রাপ্ত) কাজী সারোয়ার হোসেন বক্তব্য রাখেন।

বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন এবং ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক, এমপি মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর, শিবালয় ও দৌলতপুর উপজেলায় বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন এবং বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

গোপালগঞ্জের কৃষকদের বরিশাল ভ্রমণ

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ভাসমান কৃষিভিত্তিক গবেষণা এলাকা পরিদর্শনের জন্য গোপালগঞ্জের কৃষকরা ২৭ জুলাই ২০১৯ বরিশালে উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ করেছেন। এ উপলক্ষ্যে রহমতপুরস্থ আরএআরএস ক্যাম্পাসে ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) পরিচালক ড. মো. আব্দুল ওহাব।

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষকের ভূমিকা অপরিহার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। দেশের ৪০ শতাংশ জনশক্তি কৃষির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৪ শতাংশ, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে নিরাপদ খাদ্য, পুষ্টি নিশ্চয়তা ও কৃষির আধুনিকীকরণের অঙ্গীকার ছিল। কৃষি উৎপাদন খরচ কমাতে কৃষিকে যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। ইতোমধ্যে সরকার এ ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং কাজ চলমান রয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে সরকার কৃষিযন্ত্রে সর্বনিম্ন ৫০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ প্রণোদনা দিয়েছে। সারের মূল্য তিন দফা কমানো হয়েছে, সেচে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। আমাদের কৃষির সমস্যা হচ্ছে আমাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হচ্ছে স্থানীয় বাজারে। কৃষিকে লাভজনক করতে হলে রপ্তানির কোনো বিকল্প নেই।

নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সিম্পোজিয়ামে আরও বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন ইউনিভার্সিটির মার্কেটিং বিভাগের উপপ্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ কুদ্দুস, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার কৃষি ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান ও পরিচালক অধ্যাপক কাদম্বোট এইচ এম সিদ্দিকী, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম ইসমাইল হোসেন এবং নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ড. নজরুল ইসলাম।

আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

মো. মহসিন মিজি, কুমিল্লা

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লার উদ্যোগে ২৭ জুলাই ১৯ রেড রুফ ইন, নিসা টাওয়ার, কুমিল্লার হলরুমে আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি

কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. মো. আনছার আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি, গাজীপুর

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আনছার আলী, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি গাজীপুর।

প্রধান অতিথি বলেন, নিজেদের খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য সরকার প্রয়োজনে সারের মূল্য আরো কমিয়ে আনবেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তির সম্পর্কে বলেন ধানের প্রথম উপরি প্রয়োগের সময় প্রতি শতকে ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট এবং ২০ গ্রাম সিলেকটিং জিঙ্ক স্প্রে করলে ধানের ফলন বহুগুণে বেড়ে যাবে। এ যাবত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ৯৭টি নতুন জাতের ধান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এর মধ্যে ৬টি রয়েছে হাইব্রিড জাত। সে স্রোত ধারায় বাংলাদেশ আজ দানাদার ফসল উৎপাদন ও খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ এবং পুরো বিশ্বে বাংলাদেশ ধান উৎপাদনে ৪র্থ।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধানের একাধিক জাত উদ্ভাবনকারী ড. তমাল লতা আদিত্য, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর। তিনি বলেন, ধানের উন্নত জাত আবিষ্কার করে আমরা সফল হয়েছি। এবারে আবিষ্কার করব ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধী ধান, যে ধানের ভাত খেয়ে ডায়াবেটিস রোগীরা সুস্থ্য থাকতে পারবে বলে উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করেন। কর্মশালায় কুমিল্লা অঞ্চলের, কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় সোনাগাজী ও হবিগঞ্জ, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য, বিএডিসি কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, সার বীজ কীটনাশক ডিলার, কৃষক প্রতিনিধি ও এনজিও প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

দেশ ও জনগণের উন্নতির জন্য গবেষণার বিকল্প নেই ডা. মোঃ আফছারুল আমীন, এমপি

কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ডা. মোঃ আফছারুল আমীন, এমপি

খলিলুর রহমান, সিভাসু, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিভাসু) ১৩ জুলাই ২০১৯ 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. মোঃ আফছারুল আমীন, এমপি।

তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে গবেষণা কার্যক্রমকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। এজন্য সরকারকেও গবেষণা অনুদান আরও বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ দেশ ও জনগণের উন্নতির জন্য গবেষণার বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেন।

পরিচালক (গবেষণা ও সম্প্রসারণ) প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মো: সাজ্জাদ হোসেন এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিভাসুর উপাচার্য প্রফেসর ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ। অনুষ্ঠানে সিভাসুর গবেষণা কার্যক্রমের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি এসিউরেন্স সেলের পরিচালক প্রফেসর ড. মো: কবিরুল ইসলাম খান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিভাসুর ওয়ান হেল্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড. শারমীন চৌধুরী। এ সময় অনুষদীয় ডিন, রেজিস্ট্রার, বিভাগীয় প্রধান, বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালক, শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং এমএস ও পিএইচডি গবেষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর কর্মশালার তিনটি টেকনিক্যাল সেশনে মোট ২০টি গবেষণা প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমন ধানের জাত পরিচিতি ও চাষাবাদ বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ

প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উপকেন্দ্রে, খাগড়াছড়ি এর আয়োজনে বান্দরবান সদরে অবস্থিত হর্টিকালচার সেন্টার, বালাঘাটার প্রশিক্ষণ কক্ষে গত ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখ বিনা উদ্ভাবিত আমন ধানের জাত পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, চাষাবাদ পদ্ধতি, প্রদর্শনী স্থাপন ও বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। বিনা উপকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কৃষিবিদ রিগ্যান গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ এ, কে এম নাজমুল হক।

তিনি বক্তব্যে বলেন, প্রশিক্ষণের ফলে কৃষকরা পুরনো জাতের পরিবর্তে অধিক উপযোগী সম্ভাবনাময় নতুন জাত চাষাবাদে আগ্রহী হয়ে উঠবে। এ ক্ষেত্রে প্রদর্শনী চাষিদের আরো বেশি যত্নবান হয়ে সম্প্রসারণকর্মীদের পরামর্শ মোতাবেক আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

নতুন জাতের পাট উৎপাদনে মাঠ দিবস

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. আবদুল মুঈদ, পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা

উচ্চফলনশীল তোষা পাটের জাত, বিজেআরআই তোষা পাট-৮ (রবি-১) এর বিভিন্ন এগ্রো ইকোলজিক্যাল জোনে এ্যাডাপটিভ গবেষণা প্রদর্শণীর উপর বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক কেন্দ্র, চান্দিনা, কুমিল্লার আয়োজনে ২০ জুলাই ১৯ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাঞ্ছারামপুর উপজেলার ভবনাথপুর, বারিয়ারচর ব্লকে কৃষকের জমিতে পাটের উৎপাদন পদ্ধতির, মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. আবদুল মুঈদ, পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

প্রধান অতিথি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- 'যে দেশে বীজ বপন করলেই গাছ হয় আবার ডাল ফেলে রাখলেই বৃক্ষ হয় সে দেশের মানুষ কেন না খেয়ে থাকবে'। সে স্রোতধারায় আজ কৃষি বিভাগ, কৃষি বিজ্ঞানীরা কৃষিবান্ধব সরকারের টেকসই পরিকল্পনায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সব ফসলের উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তো বাংলাদেশ আজ খাদ্যে সয়ংসম্পূর্ণ। পাটের শিকড় মাটির গভীরে গিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে উপরে তোলে বিধায় পাটের জমির মাটিও আস্তে আস্তে উর্বর হয়। তিনি আরো বলেন- পাট আমাদের সোনালী আঁশ। এ ফসলকে আমরা শতভাগ আধুনিক প্রক্রিয়ায় চাষ নিশ্চিত করে বিপুলসংখ্যক পন্য উৎপাদন করতে পারবো। সে সাথে আমাদের দেশের জনবল বিদেশে যাওয়ার ঝুকি না নিয়ে দেশেই মা-বাবার কাছে থেকে নিজেকে সমৃদ্ধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

কৃষকের সার্বিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য মাঠ পর্যায়ে উচ্চফলনশীল তোষা পাটের জাত, বিজেআরআই তোষা পাট-৮, দেশের সব কৃষক যেন চাষে আগ্রহী হয়, এ কার্যক্রমকে বাস্তবায়ন করাই মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশের উদ্দেশ্য বক্তব্য রেখে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ ড. মো. মুজিবুর রহমান, পরিচালক, বিজেআরআই, ঢাকা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন- কৃষিবিদ শ্রীনিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল; কৃষিবিদ মো. আবু নাছের, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; কৃষিবিদ কাজী হাবীবুর রহমান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ; কৃষিবিদ মো. গোলাম মোস্তফা, উপজেলা কৃষি অফিসার, বাঞ্ছারামপুর। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন- কৃষিবিদ এস এম শাহরিয়ার পারভেজ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিজেআরআই, চান্দিনা, কুমিল্লা।

চট্টগ্রামের সাগর তীরের শহরতলীতে সবজি চাষে সাফল্য

অপর্ণা বড়ুয়া, এআইসিও, কৃতসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের সাগর তীরের শহরতলীতে সবজি চাষ

চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে চলে গেছে আউটার রিং রোড, যা এক সময়ে শহর রক্ষা বা বেড়িবাঁধ নামে পরিচিত ছিল। এ রিং রোডের পাশের উপকূলীয় চরাঞ্চলে এক সময়ে প্রচুর তরমুজ ও ধান চাষ করা হতো। ১৯৯১ এর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে তরমুজ চাষাবাদ কমতে শুরু করে। এখন তরমুজ ও ধান চাষ নেই বললেই চলে। তার পরিবর্তে অধিক লাভজনক হওয়ায় চাষিরা সবজি চাষে বেশি ঝুঁকে পড়েছেন। উত্তর পতেঙ্গার মুসলিমবাদ এলাকার মো. হানিফ বলেন, ৩০ বছর ধরে এই এলাকায় বসবাস করছেন। এক সময় এই এলাকায় তরমুজ ও ধান চাষ করে মানুষ জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতো। এক কানি জমিতে তরমুজ চাষ করে এক লাখ থেকে দেড় লাখ টাকা আয় হত। ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ের পর তরমুজের চাষ আর হচ্ছে না। তরমুজ চাষে ক্রমাগত লোকসানের কারণে ধান চাষে ঝুঁকে পড়েন এলাকাবাসী। কিন্তু ধান চাষে খরচ বেড়ে যাওয়ায় অনেকেই এই চাষ ছেড়ে দেয়। চাষযোগ্য জমি পতিত না রেখে ছোট পরিসরে সবজি চাষ শুরু করে। ধানের চেয়ে লাভ বেশি হওয়ায় সবজি চাষ দিন দিন বাড়তে থাকে। গত ৬-৮ বছর ধরে ব্যাপক আকারে সবজি চাষ হচ্ছে। একই এলাকার মো. মানিক বলেন, নিজেদের আড়াই কানি জমি রয়েছে। এসব জমিতে এখন নিজেই সবজি চাষ করি। হাইব্রিড বীজে এক মৌসুমে একাধিকবার ফলন পাওয়া যায়। লাভ ভালো হওয়ায় শীত ও গ্রীষ্ম-দুই মৌসুমে সবজি চাষ করি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র মতে, '১৭-১৮ অর্থবছরে পতেঙ্গায় শীতকালীন সবজি ৮৪৭ হেক্টর ও ডাবলমুরিংয়ে ২৯৯ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালীন সবজি পতেঙ্গায় ১১৫ হেক্টর ও ডাবলমুরিংয়ে ১২০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে। বর্তমানে পতেঙ্গা থেকে ফৌজদারহাট পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক সবজি চাষ হচ্ছে। এখানে মুলা, বেগুন, টমেটো, শিম, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, শালগম, ফুলকপি, বাঁধাকপি থেকে শুরু করে কাঁচামরিচ, ধনে পাতাসহ সব ধরনের সবজি চাষ করা হয়। এখানকার উৎপাদিত সবজি নগরীর মানুষের চাহিদার বড় একটি অংশ পূরণ করছে।

হলুদ উৎপাদনে নতুন আবিষ্কার

মো. মহসিন মিজি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা

ভাসমান বেডে হলুদ চাষ

বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ মুখরোচক খাবার খেতেই বেশি পছন্দ করেন। আর এ মুখরোচক খাবার, সুস্বাদু খাবার এবং নান্দনিক খাবার তৈরিতে বিভিন্ন মসলা ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে হলুদ ও মরিচ অন্যতম। মসলা শুধু খাবারের স্বাদই বাড়িয়ে দেয় না খাবারের গুণগত মান, পুষ্টি ও সুঘ্রাণ বাড়িয়ে দেয়। আমাদের গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন কারণে ফসলি জমির পরিমাণ দিন দিনই হ্রাস পাচ্ছে। অন্য দিকে বেকার সম্যসাও বেড়ে চলছে। এ অবস্থায় পতিত জলাশয়ে কচুরিপানা ও মাধবি লতা এবং অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ পচিয়ে বিভিন্ন ফসলের চাষ করা যায়। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাসমান বেডে সবজি চাষ করে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মর্যদা লাভ করেছে। কারণ এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। সে স্রোতধারায়, ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প, রহমতপুর, বরিশাল এর আয়োজনে, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগর, কুলিকুণ্ডা ব্লকে কৃষক মো. আসাদ মোল্লার জলাশয়ে পরীক্ষামূলক- বারি হলুদ-৩, বারি হলুদ-৪, বারি হলুদ-৫, ও স্থানীয় হলুদ চাষ করে সফল হয়েছেন। পাশাপাশি আলাদা বেড করে গীমাকলমি, লালশাক, মরিচ, করলার চাষও করেছেন। ভাসমান বেডে চাষ পদ্ধতি ও এর উপকারিতা সম্পর্কে, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, কুমিল্লা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ড. মো. হায়দার হোসেন বলেন- মসলা ফসলের মধ্যে হলুদ বিভিন্ন ভেষজ গুণ সম্পন্ন এবং এর বাজারমূল্যও অন্যান্য ফসলের চেয়ে বেশি। এদিকে পুষ্টি তথ্য অনুযায়ী একজন মানুষ সুস্থ থাকার জন্য দৈনিক ২২০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়া প্রয়োজন। তাই ভাসমান পদ্ধতিতে মসলা ফসল ও শাকসবজির চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার অনন্য সুযোগ রয়েছে।

সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কৃষক পর্যায়ে ধানচাল ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে মিলাররা কিছু প্রস্তাবনা দেন যেমন রপ্তানি বাজার উন্মুক্ত করা এবং চাল রপ্তানির ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ প্রণোদনা, দেয়া কৃষকদের বিনা সুদে বা স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া ব্যবস্থা করা, ধান সংগ্রহ বৃদ্ধি করে ২০ লাখ মে.টন করা। উল্লেখ্য, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ৪১ হাজার মে.টন চাল রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে। গত মৌসুমে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছিল ৪ কোটি ১৩ লাখ মে.টন, এর মধ্যে শুধু ধান উৎপন্ন হয়েছিল ৩ কোটি ৭৮ লাখ মে.টন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মফিজুল ইসলাম, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিবসহ, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষি, খাদ্য, বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চালকল মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ ব্যবসায়ীসহ এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি প্রমুখ।

দেশব্যাপী ফলদ ও বৃক্ষমেলা ২০১৯

কুমিল্লা

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার হাটখোলা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ২ আগস্ট ২০১৯ তিন দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি, বীজ ও বৃক্ষ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অবসর প্রাপ্ত সচিব আনোয়ার ফারুকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন- কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি, মেঘনা) আসনের সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া, কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, সদস্য, বিশেষজ্ঞপুল কৃষিমন্ত্রণালয় (সাবেক মহাপরিচালক, ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রমুখ।

রাজশাহী

মো: দেলোয়ার হোসেন, রাজশাহী

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে ২৪ জুলাই ২০১৯ "পরিকল্পতি ফল -চাষ, জোগাবে পুষ্টি সম্মত খাবার" প্রতিপাদ্যকে লক্ষ্য করে ফলদ বৃক্ষ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব জয়া মারীয়া পেরেরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি।

চট্টগ্রাম

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, চট্টগ্রাম

"শিক্ষায় বন প্রতিবেশ, আধুনিক বাংলাদেশ" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রামের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় লালদীঘি ময়দানে গত ১৩ জুলাই ২০১৯, ১৫ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান, বনজ ও ফলদ বৃক্ষমেলা-২০১৯ এর উদ্বোধন করা হয়। চট্টগ্রামের ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব নুরুল আলম নিজামী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

পাবনায়

মো. জুলফিকার আলী,কৃতসা, পাবনা

'পরিকল্পিত ফল চাষ জোগাবে পুষ্টি সম্মত খাবার, শিক্ষায় বন প্রতিবেশ আধুনিক বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে পাবনায় উদ্বোধন হলো সাত দিনব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলা। শহরের সরকারি এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাঠে ১৬ জুলাই ১৯ মেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাবনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্স।

খুলনা

মোঃ আব্দুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

১১ জুলাই ২০১৯ খুলনা জেলা প্রশাসন, সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত খুলনা সার্কিট হাউজ ময়দানে ১৫ দিনব্যাপী খুলনা বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা-২০১৯ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খুলনা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।

রংপুর

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, রংপুর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পীরগঞ্জের আয়োজনে "পরিকল্পিত ফল চাষ জোগাবে পুষ্টি সম্মত খাবার" এই স্লোগানকে সামনে রেখে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে ০৩ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষমেলা উদ্বোধন করছেন মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী গাছ। আমাদের ছায়া, ফলা এবং বেঁচে থাকার প্রধান উপাদান অক্সিজেন দেয়। রংপুর জেলার পরিবেশ ভালো রাখতে আমাদের বেশি করে গাছ লাগাতে হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পীরগঞ্জ রংপুর টি.এম.মমিন এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানসহ অন্য কর্মকর্তারা।

বরিশাল

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বাংলাদেশে বৃক্ষ রোপণের সূচনা হয় বঙ্গবন্ধুর হাতে। উপকূল এবং বনাঞ্চল রক্ষায় রয়েছে যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান। যেহেতু গাছ অক্সিজেন দেয়। পৃথিবীকে সৌন্দর্যে পরিণত করে। পরিবেশকে রাখে অনুকূলে। তাই পরিকল্পিতভাবে ফলদ, ভেষজ ও বনজ বৃক্ষ রোপণ করতে হবে। সে সাথে দরকার যত্ন-আত্তি। ২৫ জুলাই ২০১৯ বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে পক্ষকাল ব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আলহাজ আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ, এমপি. এসব কথা বলেন।

সিলেট

আসাদুল্লাহ, কৃতসা, সিলেট

সিলেট বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেটের উদ্যোগে ২০ জুলাই ২০১৯ সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা মাঠে বিভাগীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ অনুষ্ঠান শুরু হয়। জনাব এম কাজী এমদাদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, সিলেট সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি। তিনি বায়ু মণ্ডলের তাপমাত্রার কারণে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় একমাত্র বৃক্ষরোপণ। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সিলেটকে সবুজের নগরীতে পরিণত করতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

রাঙ্গামাটি

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এবং বন বিভাগ ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আয়োজনে ২২ জুলাই ২০১৯ রাঙ্গামাটি পৌরসভা কার্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সপ্তাহব্যাপী এ মেলার এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'শিক্ষায় বন প্রতিবেশ আধুনিক বাংলাদেশ' এবং 'পরিকল্পিত ফল চাষ জোগাবে পুষ্টিসম্মত খাবার। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এস এম শফি কামালের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দীপংকর তালুকদার, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য।

ড্রাগনফলের ওপর মাঠদিবস

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের আয়োজনে ড্রাগনফলের উৎপাদন প্রযুক্তির ওপর কৃষক মাঠদিবস গত ২৩ জুলাই বরিশালের রহমতপুস্থ আরএআরএস ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান তালুকদার।

প্রধান অতিথি বলেন, ড্রাগন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ফল। খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টি-ভেষজগুণেও ভরপুর। জায়গা লাগে কম। একবার গাছ রোপণ করে ২০-৩০ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবেও পরিচিত। ফলের বাজারমূল্য বেশি। তাই চাষাবাদে বেশ লাভজনক। বর্তমানে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, শ্রীলঙ্কা, ইসরাইল, নিকারাগুয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকাসহ পৃথিবীর অনেক দেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে। আমাদের দেশেও রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা।

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রাশেদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আলিমুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অঞ্জন কুমার দাস প্রমুখ। 'উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ এবং চর এলাকায় উদ্যান ও মাঠফসলের প্রযুক্তি বিস্তার' প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠিত এ মাঠদিবসে কিষান-কৃষানি অংশগ্রহণ করেন।

'আমার পুষ্টি' অ্যাপস

কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)। পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টিস্তর উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আমার পুষ্টি'-নামে অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম ভিত্তিক একটি মোবাইল অ্যাপলিকেশন নির্মাণ করেছে বারটান। আমার পুষ্টি সাধারণ জনগণের পুষ্টি সম্পর্কিত জরুরি তথ্য এবং খাদ্যভিত্তিক (ফলিত পুষ্টি) পুষ্টি বিষয়ে কার্যকর সমাধান প্রদানের একটি ডিজিটাল প্রচেষ্টা।

'আমার পুষ্টি' অ্যাপসে বর্ণিত ফলিত পুষ্টি, খাদ্যের পুষ্টি উপাদান, সুষম খাদ্য, অপুষ্টি, জীবন চক্রে পুষ্টি, রন্ধন পদ্ধতি, নিরাপদ খাদ্য এবং বিএমআই বিষয়ে জানার জন্য মোবাইল স্ক্রিনে ক্লিক করেই ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন। এই অ্যাপ টির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স) ক্যালকুলেটর। 'আমার পুষ্টি'-তে সংযোজিত 'বিএমআই ইনডেক্স' শুধুমাত্র ওজন, উচ্চতা অনুযায়ী বিএমআই ইনডেক্স অনুযায়ী স্থূল, কৃশকায় এবং ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থারই বিবরণ দেয় না, বরং বয়স এবং শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শও প্রদান করে। ব্যবহারকারীরা ওজন, উচ্চতা, বয়স এবং শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ অ্যাপসটির ট্যাবে ইনপুট দিলে খুব সহজেই নিজের বিএমআই সূচক অনুযায়ী দৈহিক শ্রেণি বিন্যাস, পুষ্টি অবস্থা, অসুস্থতার ঝুঁকি ও করণীয় এবং দৈহিক কত খাদ্যগ্রহণের মাত্রা বিষয়ক পরামর্শ স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, পুষ্টি উপাদান (শর্করা, আমিষ ও স্নেহ) সুষমভাবে গ্রহণের একটি তালিকাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদান করা হয়। এই অ্যাপ টির ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করে একটি অ্যানিমেটেড এ্যাপ্লিকেশনার ভিডিও তৈরি করা হয়েছে, যা বারটানের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়া যাবে।

ভুট্টার জাদুকর রফিকুল ইসলাম

ইউসুফ আলী মণ্ডল, নকলা

ভট্টার দ্বারা রকমারী খাবার দোকান

শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার শিমুলতলা গ্রামের বাঘবের ইউনিয়নের এক যুবক রফিকুল ইসলাম, অভাব অনটনের সংসারে ভালো দিন যাচ্ছিল না তার। ব্যক্তি জীবনে ৪ ছেলে ৩ মেয়ে তার ঘরে রয়েছে। ২ ছেলে বি.এ পাস করেছে, বাকিরা লেখাপড়া করছে। তিনি ছিলেন গ্রামের একজন ফেরিওয়ালা। ফেরি করে এপাড়া ও পাড়া সাবান, ছুড়ি, আলতা, ফিতা এসব পণ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। মাথায় বোঝা নিয়ে ঘুরে ফেরা তার ভালো লাগছিল না। পরে নালিতাবাড়ী ব্র্যাক অফিস থেকে ৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ভুট্টা চাষ শুরু করেন। নিজের তৈরি ভুট্টা থেকে বাজার জাত করে বিক্রি করতে পারছিলেন না। পরেরবার ১৯৯৭ সালে ব্র্যাকের ৪ কেজি বীজ দিয়ে আবাদ শুরু করে এবং কিছু ভুট্টা কিনে ভুট্টার খাবার তৈরি করে বিক্রি করে আজ তিনি হয়েছেন গর্বিত ভুট্টা চাষী। তিনি ১৯৯৭ সাল থেকে নিজের চাষ করা ভুট্টা দিয়ে খাবার তৈরি করেন তার ভুট্টা ফুড এন্টারপ্রাইজ, ভুট্টার ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি নামের কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৭ থেকে এ পর্যন্ত ৪১টি সনদপ্রাপ্ত হন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তার উৎপাদিত পণ্য ভুট্টা বিক্রি হচ্ছে। মাসে ৫ লাখ টাকা তৈরি জিনিস বিক্রি করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর নানা রকম পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৩ তম বর্ষ ❑ ৪র্থ সংখ্যা
শ্রাবণ-১৪২৬ বঙ্গাব্দ; জুলাই-আগস্ট ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

শেখ হাসিনা স্বপ্ন দেখিয়েছে উন্নত বাংলাদেশের-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মো. সাজেদুল আলম, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা

এদেশে দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে। দেশ ভাগের পূর্ব হতে দেশ ভাগের পর পর্যন্ত সব সরকার বলেছে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কথা। একমাত্র ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। বিদেশি সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে এনেছে সরকার। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু হচ্ছে, জাতি হিসেবে আমাদের গর্বের বিষয়। এর পেছনে মায়ের মতো মমতা দিয়ে সাহস জুগিয়েছে, দিকনির্দেশনা দিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর জন্যই আজ আমরা স্বপ্ন দেখি উন্নত বাংলাদেশের। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি রাজধানীর হোটেলে কৃষি যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপণ্য পরিবহনে মজবুত, টেকসই গাড়ির পরিচিতি অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। এর পর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচিতি অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

ডালের উৎপাদন বেড়েছে - মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মো. সাজেদুল আলম, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা

ডালের উৎপাদন ভালো হয়েছে প্রায় ৮ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন, পটুয়াখালী জেলায় ৮০ হাজার মেট্রিক টন উৎপন্ন হয়েছে। তেলের ক্ষেত্রে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনার জন্য দেশব্যাপী বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের কথা উল্লেখ করেন। এবছর মোট তেল উৎপন্ন হয়েছে ৬ লাখ টন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাসিক এডিপি সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ করতে যার যার অবস্থান থেকে উদ্যোগী হতে হবে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তরুণ বিজ্ঞানীদের উদ্যমকে কাজে লাগাতে হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য দ্রুত কাজ করতে হবে এবং কৃষকের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে যন্ত্রের পরামর্শ দিতে হবে সে লক্ষ্যে ৩ হাজার ২০০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিকে লাভবান করতে হলে কৃষির উৎপাদন খরচ কমাতে হবে, এর জন্য যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য। দেশ প্রেম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সততার সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, খাদ্যে ভারী মাত্রায় মেটাল, খাদ্যে ভেজাল এগুলো নির্ণয় করাও কৃষি মন্ত্রণালয় অধীন দপ্তরেরও দায়িত্ব। সব দপ্তরকে অ্যাক্রিডেট ল্যাবেরটরি স্থাপন ও সবাইকে ইনোভেটিভ হতে পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭২টি প্রকল্পে ১ হাজার ৮ শত ৬ দশমিক ৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১ হাজার ৪০০.৮২ দশমিক ৩৭ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৯৪ দশমিক ২৩ ভাগ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য ৬৫টি প্রকল্পের জন্য ১ হাজার ৭০০ ৩৯ দশমিক ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাসিক এডিপি সভায় বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

সভায় জানানো হয় এই বছর ৭ হাজার ৬৩৫ কোটি টাকার সবজি, ৮৩৭ কোটি টাকার বিভিন্ন ফল, ৪৫ কোটি টাকার ফুল বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। এ হার প্রতিনিয়ত বাছরে। এ সময় নিজেদের উদ্ভাবিত কিছু কাজুবাদাম চারা দেখানো হয় মন্ত্রীকে। সরাসরি কৃষির সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোন প্রকল্প যেন গ্রহণ করা না হয় এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন।

কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান সভার সঞ্চালনা করেন। সভায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd